জয়িতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা

জেন্ডার নীতিমালা

এই নীতিমালা কার্যকর হবে ১০ জানুয়ারী ২০২২ থেকে

Joyita Protibondhi Nari Unnayan Sangstha

অনুমোদনে:

কার্যনির্বাহী কমিটি

রিজিস্ট্রি নং: জেমবিককা/সাত/১২৪/১৯
জয়িতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা

নকিপুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

স্থাপিত ঃ ২০১৭

জয়িতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা

E-mail: jpnus.org@gmail.com

[illegible]	[illegible]	[illegible]
সভানেত্রী	সম্পাদিকা	কোষাধ্যক্ষ
জয়িতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা	জয়িতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা	জয়িতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।	শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।	শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

CamScanner

জেন্ডার নীতিমালা

পটভূমি ঃ

বিভিন্ন দেশে নারী ও পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক ও অবস্থান বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়েছে যে নারী বৈষম্যের শিকার। এই বৈষম্য ও নারীর অধঃস্তন অবস্থা পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র পর্যন্ত ব্যপৃত। সে কারণে জেন্ডার একটি উন্নয়ন ইস্যু যা কিনা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে পার্থক্য এবং বৈষম্যের সৃষ্টি হয় তা ব্যাখ্যা করে। জয়িতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা জেন্ডার বিশ্লেষণ নারীদের অংশগ্রহণসহ উন্নয়ন ফলাফল ভোগের স্বল্প সুযোগের বিষয়টি উপস্থাপন করে। সেই সাথে উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও সম্ভবনার দিকটিও তুলে ধরে। এই প্রেক্ষাপটে সিডফ “জেন্ডার” নারী ও পুরুষের সমতার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। নারী ও পুরুষের মধ্যকার সমতার প্রতিফলন পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যথোপযুক্তভাবে থাকা প্রযোজন। এই সকল বিষয় বিবেচনা করে, উন্নয়ন কর্মকান্ডে নিয়োজিত সংস্থার প্রয়োজনীয় নির্দেশনার জন্য একটি যুগোপোযোগী জেন্ডার নীতিমালা প্রণয়ন আবশ্যক।

যৌক্তিতা ঃ

জয়িতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা একটি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে ২০১৭ সাল থেকে প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদের নিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ করে প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদের দারিদ্র বিমোচন, কৃষিতে নারীর অধিকার, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সেবা ও সামগ্রীক উন্নয়নসহ অধিকার অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। জয়িতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা কাজের প্রকৃতি এবং কাজের পরিধি বিবেচনা করে একটি জেন্ডার নীতিমালা প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রয়োজনের বিষয়গুলোকে নিম্নরূপ প্রধান কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ

ক. আন্তর্জাতিক ও জাতীয় নারী উন্নয়ন বিষয়ক সনদ ও নীতিমালার প্রতি সংস্থার সমর্থন রয়েছে। আন্তর্জাতিক সিডও, বেইজিং প্লাটফর্ম ফর এ্যাকশন, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালাসহ অন্যান্য বৃহত্তর অঙ্গীকারে সংস্থার সংস্কৃতি ও কর্মকান্ড গড়ে তোলার জন্য একটি কার্যকরী জেন্ডার নীতিমালার প্রয়োজন আছে।

খ. জয়িতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা রাজনৈতিক অঙ্গীকার যথাঃ মিশন ও ভিশন জেন্ডার সমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এই কারণে এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে জেন্ডার নীতিমালার প্রয়োজন রয়েছে।

মাছুরা খাতুন
সভানেত্রী
জয়িতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

[illegible]
সম্পাদিকা
জয়িতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

তুলসী রানী মন্ডল
কোষাধ্যক্ষ
জয়িতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

CamScanner

গ. জয়িতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা মনে করে, জেন্ডার সচেতন পরিবেশ ও সংস্কৃতি সংগঠনে নারী ও পুরুষ কর্মীর কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এবং এর ফলে সংগঠনের কার্যক্রমে বহুমাত্রিক ফলাফল বজায় থাকবে।

ঘ. জেন্ডার নীতিমালা ও এর সঠিক বাস্তবায়নের জন্য জয়িতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন কর্তৃক ইতোমধ্যে গৃহীত নারী উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ আরও জোরালো হবে এবং ভবিষ্যত কার্যক্রমে নতুন মাত্রা যুক্ত হবে।

ভিশন

"এমন একটি জেন্ডার ভারসাম্যপূর্ণ, দারিদ্র মুক্ত, ন্যায়পরায়ন ও ধর্ম নিরোপেক্ষ পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে দরিদ্র জনসাধারণ তাদের ন্যুনতম চাহিদা পূরণ করতে পারবে এবং মর্যদাপূর্ণ জীবন-যাপনে সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে"

মিশন

" জয়িতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা প্রত্যাশা করে যে, উন্নয়ন সহযোগী দল ক্রমান্বয়ে স্বাধীন সংস্থা হিসেবে গড়ে উঠতে পারে এবং বাইরের কোন সহযোগিতা ছাড়াই প্রত্যেকটি কর্মসূচী চালাবার মত কার্যক্ষমতা অর্জন করতে পারে। একই সাথে ন্যায়পরায়ন সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে লিঙ্গ, ধর্ম ও বর্ণভেদে প্রকল্প এলাকার দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সক্ষমতা গড়ে তোলাই হচ্ছে জয়িতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা এর অন্যতম মিশন"

(১) জয়িতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা এর নারী উন্নয়নে বর্তমান পদক্ষেপগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ

ক. জনসংগঠনের সদস্য হিসেবে এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে পঞ্চাশ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

খ. গ্রামীন দরিদ্র, বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্ত নারীদের জন্য অর্থনৈতিক ও সচেতনতা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা।

গ. কিশোর-কিশোরীদের উন্নয়নের জন্য চাহিদাভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যেন তারা তাদের কর্মজীবনে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে।

[illegible]
সভানেত্রী
জয়িতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

[illegible]
সম্পাদিকা
জয়িতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

তুলসী রানী মন্ডল
কোষাধ্যক্ষ
জয়িতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

CamScanner

ঘ. সংস্থায় কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্য নারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা এবং ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা হিসেবে নারী কর্মির দায়িত্ব প্রদান ও দক্ষতা উন্নয়ন করা ।

ঙ. সংস্থার কর্মি ব্যবস্থাপনা নীতিমালাসহ অন্যান্য নীতিমালায় নারীদের প্রাপ্য সুবিধাদি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা। বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারী উন্নয়নে আরও জোরালো কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে জয়িতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা মনে করে।

জেন্ডার পলিসির মূলনীতিমালাসমূহঃ

জেন্ডার পলিসি নিম্নলিখিত মৌলিক দিকসমূহের উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়েছেঃ

=>এই নীতিমালার আঙ্গিকে জয়িতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা এর সকল কর্মী জেন্ডার সমতা ও ন্যায়পরায়নতা বিধানের জন্য জোরদার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

=> জয়িতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা এর প্রচলিত ও ভবিষ্যত অন্যান্য সকল নীতিমালা, বিধিমালায়, জেন্ডার নীতিমালার সুস্পষ্ট প্রতিফলন থাকবে এবং অন্য কোন নীতমালার সাথে জেন্ডার নীতিমালার বিরোধ লক্ষ্য করা গেলে সেগুলো পরিবর্তনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

=> জেন্ডার সমতার কোন আলাদা বিষয় হিসেবে না দেখে জয়িতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা এর সকল কর্মকান্ডে জেন্ডার সমতার বিষয়কে সংস্থার সকল কর্মসূচীর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমহূ ঃ

লক্ষ্য ঃ

জেন্ডার পক্ষপাত বিরোধী যে কোন আচরণ, নিয়মনীতির পরিবর্তন করে প্রতিষ্ঠানের ভিতর একটি জেন্ডার বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার সাথে সাথে জয়িতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা পরিকল্পনা, কর্মসূচী বাস্তবায়নসহ সকল পর্যাযে ন্যায়পরায়নতার ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের সমঅংশগ্রহণ এবং সমসুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখবে।

মাছুরা খাতুন
সভানেত্রী
জয়ীতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

অষ্টমী মাস্তো
সম্পাদিকা
জয়ীতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

তুলসী রানী মন্ডল
কোষাধ্যক্ষ
জয়ীতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

CamScanner

উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

ক. জেন্ডার নীতিমালাকে জয়িতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা এর মূলধারায় আনার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এ কারণে প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

খ. প্রতিষ্ঠানের ভিতর সকল স্তরের নারী পুরুষ কর্মীর স্বার্থ ও চাহিদা বিবেচনা করে একটি জেন্ডার সচেতন পরিবেশ গড়ে তোলা।

গ. জেন্ডার নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল পর্যায়ের নারী ও পুরুষ কর্মীর প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনসহ সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

ঘ. জেন্ডার নীতিমালা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠানের সকলের ভূমিকা ও দায়িত্ব চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করাকর্মী সংক্রান্ত ।

উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

ক. প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও প্রকল্প সমস্যা/চাহিদা নিরূপণ, পরিকল্পনা গ্রহণ বাস্তবাযন, পরিবীক্ষণ মূল্যায়নসহ সকল পর্যায়ে জেন্ডার প্রেক্ষিত ও বিশ্লেষণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর বিশেষত নারীর প্র্যাতাহিক চাহিদার উপর লক্ষ্য রেখে কাজ করা।

জেন্ডার পলিসির মূলনীতিমালা সমূহঃ

খ. প্রতিষ্ঠানের রিপোর্টিং, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগে পোষ্টার, লিফলেট ইত্যাদি উপকরণসমূহ জেন্ডার বান্ধব করা।

গ. নারী উন্নয়ন বাঁধাসমূহ যেমন ঃ নারীর প্রতি সংহিংসতা, মৌলবাদীদের তৎপরতা, কুসংস্কার ও অন্যান্য বাঁধা সৃষ্টাকারী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ঘ. জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ পরিবার ও কমিউনিটিভিত্তিক হবে এবং ক্রমান্বয়ে তা অন্যান্য পর্যায়ে সম্পৃক্ত করা হবে

ঙ. কার্যক্রম ও প্রকল্পে জেন্ডার ইস্যুসমূহ জোরালোভাবে সম্পৃক্তকরণের উদ্দেশ্যে সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান/ফোরাম/বিশেষজ্ঞ দলের নেটওয়ার্ক স্থাপন করা।

মাছুরা খাতুন
সভানেত্রী
জয়ীতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

অষ্টমী মালো
সম্পাদিকা
জয়ীতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

তুলসী রানী মন্ডল
কোষাধ্যক্ষ
জয়ীতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

CamScanner

জেন্ডার নীতিমালা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ ঃ

প্রাতিষ্ঠানিক

=> নারী অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে কমপক্ষে শতকরা ৩০ ভাগ নারী কর্মি নিয়োগের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা এবং ক্রমম্বয়ে এর শতকরা হার বাড়ানো।

=>প্রতিষ্ঠানের সকল নীতিমালায় জেন্ডার সম্পৃক্তকরণে উদ্যোগ গ্রহণ।

=>সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনাকে জেন্ডার বান্ধবকরণ। এক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন ছুটির বর্তমান নীতিকে সরকারের নীতির (৬ মাস পূর্ণকালীন ছুটি) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা এবং বিশ্রামের জন্য নিরাপদ আবাসনের জন্য সহায়তা করা। প্রয়োজনীয় চলাফেরা বা হাঁটাহাঁটির সুযোগ তৈরি করা।

=>বদলী ও পোষ্টিং এর ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে নারী কর্মি ও তার পরিবারের বিষয়টি বিচেনায় রেখে একই অথবা পাশাপাশি কর্ম এলাকায় রাখার ব্যবস্থা করা।

=>যাতায়াত, রাত্রিকালীন কাজ, প্রতি মাসে নারীদের বিশেষ কিছু দিনে তাদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখা।

=>নারীর কর্মদক্ষতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে নারী কর্মীর শিশুর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ডে-কেয়ারের উদ্যোগ গ্রহণ। এক্ষেত্রে নারী কর্মীদের চাহিদা ও সামর্থ্য নিরূপণ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। =>জেন্ডার নীতি বাস্তবায়নে সংস্থার সকল কর্মিদের কাজ ও দায়িত্ব বন্টনে নারী কর্মির প্রতি কোন বৈষম্য যেন না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেয়া।

কর্মসূচী সংক্রান্ত পদক্ষেপ

=>সকল কর্মসূচি, প্রকল্প পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট কাজ সংযোজন এবং এ সকলের ফলাফল চিহ্নিতকরণে মাপকাঠি নির্ধারণ করা।

=>ভবিষ্যতে সকল কর্মসূচি প্রকল্প প্রস্তাবনা ও ডকুমেন্টেশনে নারী উন্নয়ন কর্মকান্ডের সঠিক প্রতিফলন করা যাতে নারীর সমঅংশগ্রহণ ও সমফলাফল ভোগের সুবিধা থাকে।

=>নারীর প্রত্যাহিক চাহিদা পূরণের পদক্ষেপ গ্রহণসহ অন্যান্য সকল চাহিদা পূরণের কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

মাহফুজা খাতুন
সভানেত্রী
জয়ীতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

আইরী আলো
সম্পাদিকা
জয়ীতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

তুলসী রানী মন্ডল
কোষাধ্যক্ষ
জয়ীতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

CamScanner

=>কর্মীসহ উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বর্ষভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে সম্পদ বরাদ্দ করা।

=>নারীর প্রতি সহিংসতারোধে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রকল্প গ্রহণ এবং এ বিষয়ে সাধারণ সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

=>পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে জেন্ডার সচেতনতা নির্ণায়ক অন্তর্ভূক্ত করে নারী উন্নয়নে সংস্থার অবদানের ধারা পর্যবেক্ষণ করা। জেন্ডার সমতায়ন কর্মকান্ডে নেটওয়ার্কিং প্রতিষ্ঠায়, স্থানীয় আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান/ফোরাম চিহ্নিত করে সেসকল উৎসর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

জেন্ডার নীতিমালা বাস্তবায়ন কৌশল ঃ

=>জেন্ডার নীতিমালা বাস্তবায়নে একটি জেন্ডার কমিটি গঠন করা। এ কমিটিতে নির্বাহী পরিচালকসহ শতকরা ৪০ ভাগ ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের কর্মি ও শতকরা ৬০ ভাগ ফ্রন্টলাইন কর্মীর প্রতিনিধিত্ব থাকতে পারে। এ কমিটির প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে জেন্ডার সম্পৃক্তকরণে বৎসরভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিবীক্ষণ, নীতি নির্ধারণ গাইড প্রদান, জেন্ডার নীতি বাস্তবায়নের যথাযথ সম্পদের ব্যবস্থা করা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ।

=>প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও কর্মসূচি বাস্তাবায়ন পর্যায়ে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে একটি কমিটি গঠন। যে কমিটিতে প্রতিষ্ঠানের তিনজনকে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন করা যেতে পারে যার মধ্যে দুইজন প্রতিনিধিকে অবশ্যই নারী হতে হবে।

=>জেন্ডার বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির দুইটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

ক) সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে জেন্ডার বিষয়টি যথাযথভাবে অন্তর্ভূক্তকরণ;

খ) জেন্ডার বিষয়ে চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

=>পরিকল্পনা, কর্মসূচি বাস্তবায়ন পর্যায়ে জেন্ডার অন্তর্ভূক্তকরণে আলোচনাভিত্তিক জেন্ডার সচেতন চেকলিষ্ট প্রণয়ন ও সুনির্দিষ্ট নির্নায়ক চিহ্নিতকরণ।

মাসুদা খাতুন	[illegible] আলো	তুলসী রানী মন্ডল
সভানেত্রী	সম্পাদিকা	কোষাধ্যক্ষ
জাতীয় প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা	জাতীয় প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা	জাতীয় প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।	শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।	শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

CamScanner

জেন্ডার মূলধারায় সম্পৃক্তকরণে প্রধানত দু'টি কৌশল হচ্ছে;

১. সকল নীতিমালায় নারী পুরুষ সমতার প্রতিফলন এবং নারী উন্নয়নের জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণসহ সকল কর্মসূচি/প্রকল্প নারীর চাহিদা ও স্বার্থের যথাযথ প্রতিফলন ঘটানোর জন্য সুনির্দষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ।

২. নারীর ভূমিকা, চ্যালেঞ্জ ও সমস্যাকে প্রধান করে বিভিন্ন যোগাযোগের নিয়মিত উপকরণ তৈরি করা এবং উপকরণের বার্তাসমূহে নারী ও পুরুষ উভয়ের স্বার্থ ও সংশিস্নষ্টতা বিবেচনা করা।

জেন্ডার নীতি প্রণয়ন পরবর্তী পদক্ষেপসমূহঃ

=>নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক জেন্ডার নীতির অনুমোদন গ্রহণ।

=> জেন্ডার সচেতন কমটি, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কমটি গঠনও কমটিদ্বয়ের 'টিওআর' প্রস্তত।

=>পর্যায়ক্রমে পরিকল্পনামাফিক কর্মিদের জন্য জেন্ডার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

=>সকল কর্মির কাজ ও কর্ম প্রতিবেদনে জেন্ডার বিষয় সম্পৃক্তকরণ।

=>আগামী তিন বৎসরের জন্য সকল পর্যায়ে কর্মিদের অংশগ্রহণে ত্রিবার্ষিক জেন্ডার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

=>জেন্ডার নীতির বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল কর্মিকে ওরিয়েন্টেশন করা।

=>নেটওয়ার্কিং স্থাপনে স্থানীয় পর্যায়ে শক্তিশালী সমমনা সংগঠন/ফোরাম চিহ্নিত করা। জেন্ডার নীতিমালা বাস্তবায়ন, প্রচারণা ও এর আলোকে কর্মপরিকল্পনা, তৈরির প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে প্রস্তাবিত জেন্ডার কমিটির জেন্ডার কমিটি অন্যান্য কর্মি ও সংশিস্নষ্ট ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে জেন্ডার নীতিমালা বাস্তবায়নের দায়িত্ব নির্ধারণ করবে। বাৎসরিক বাজেটসহ কর্মসূচির বিভিন্ন বাজেটে সুনির্দষ্টভাবে জেন্ডার নীতি বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ বরাদ্দ রাখা হবে।

সংযোজনী

জেন্ডার বিষয়ে পরিভাষা

১. জেন্ডার অন্ধত্ব (Gender blind) জেন্ডার অন্ধত্ব হলো শারীরিক এবং সামাজিকভাবে সৃষ্ট লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্যকে অস্বীকার করা এবং এই পার্থক্যের কারণে নারী ও পুরুষের চাহিদা পূরণ ও স্বার্থ রক্ষায় যে বৈষম্য দেখা যায়, তা অস্বীকার করা। জেন্ডার অন্ধত্ব এই সকল পার্থক্যকে সচেতনভাবে বিবেচনা করে না, প্রচলিত জেন্ডার সম্পর্কের প্রতি

মাছুমা খাতুন সভানেত্রী চাইতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।	[illegible] মালো সম্পাদিকা চাইতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।	তুলসী রানী মন্ডল কোষাধ্যক্ষ চাইতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

CamScanner

পক্ষপাতমূলক মনোভাব পোষণ করে এবং নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষের সুবিধাকেই স্থায়িত্ব দান করে।

ক. নিচের আচরণগুলো থেকে জেন্ডার অন্ধত্ব গড়ে উঠেছে

=>ভিন্ন ভিন্ন স্কোপে বিভক্ত করা বা কম্পার্টমেন্টালাইজিং বলতে বোঝায় নারী-পুরুষ সম্পর্কিত সামাজিক বাস্তবাতাগুলোকে এমনভাবে পৃথক পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করা; যেন এর একটি অন্যটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং একটির সাথে অন্যটির কোন সম্পর্ক নেই। সে কারণেই কম্পার্টমেন্টালাইজিং হলো চিরাচরিত নারী পুরুষের মধ্যকার দ্বিধা বিভাজিত রূপকেই প্রতিষ্ঠিত করা; যেমন পুরুষ কারিগরী বিষয়ে দক্ষ ও নারী সামাজিক বিষয়ে সমষ্টিগত পর্যায়ে পুরুষ এবং সুক্ষ বিষয়ে নারী দক্ষ ইতাদি।

=>সমষ্টিকরণ বা এগ্রিগেটিং বলতে বোঝায় এমনভাবে বিভিন্ন শ্রেণী/গোষ্ঠীগুলোকে একত্রিত করে ফেলা যাতে ঐ শ্রেণী/গোষ্ঠীসমূহ যেমন পরিবার, দরিদ্র শ্রেণী, শ্রমশক্তি ইত্যাদির মধ্যকার পার্থক্য এবং অসমতা আর চোখে পড়ে না। এই সমষ্টিকরণের ফলে নারী ও পুরুষের চাহিদা ও স্বার্থ এক করে দেখা হয় এবং কোন পার্থক্য আর চোখে না পড়ে।

=> বহিরাকরণ বলতে বোঝায় আরোপিত জেন্ডার বৈশিষ্ট্য এবং সম্পর্কসমূহকে অপরিহার্য ও চূড়ান্তরূপে গণ্য করা (অর্থাৎ এগুলোকে অপরিবর্তনীয় বলে ধরে নেওয়া)। এর ফলে সম্পদ, সুযোগ ও অধিকারের প্রচলিত বন্টনকে চিরস্থায়ী করার পক্ষে যুক্তি হিসাবে নারী পুরুষের দেহগত বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে।

=>অরাজনীতিকরণ বা **Depoliticising** বলতে নারীকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের বাইরে ব্যক্তি জীবনে এবং পুরুষকে জনজীবনে সম্পৃক্ত করার সাধারণ প্রবণতাকে বোঝায়।

জেন্ডার সচেতন (Gender Aware) জেন্ডার সচেতনতা হলো সকল ধরনের কার্যক্রমে নারী এবং পুরুষের অংশগ্রহণের স্বীকৃতিদান এবং তাদের চাহিদা, স্বার্থ এবং অগ্রাধিকার ভিন্নতার কারণে উভয়ের সুযোগ এবং প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে ভিন্নতাকে স্বীকার করা। জেন্ডার বিশ্লেষণ এবং জেন্ডারের পার্থক্য সংক্রান্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ম্যাধমে জেন্ডার অন্ধত্বমূলক নীতিমালার ধারণাসমূহ ও প্রয়োগ সম্পর্কে নতুন করে চিন্তাভাবনা করার ফলশ্রুতিতে জেন্ডার সচেতন নীতিমালা তৈরি হয়ে থাকে।

মাছুরা খাতুন
সভানেত্রী
জাগীতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

আঁখি মী আক্তার
সম্পাদিকা
জাগীতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

তুলসী রানী মন্ডল
কোষাধ্যক্ষ
জাগীতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

জেন্ডার সচেতন নীতিমালা শ্রেণী বিভাগ

জেন্ডার নিরপেক্ষ (Gender Neutral): জেন্ডার বিষয়ে সচেতন হওয়ার অর্থ বাধ্যতামূলকভাবে জেন্ডার সমদর্শী নীতিমালা অবলম্বন নয়। নারী পুরুষের চাহিদা ও স্বার্থের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছে এবং সম্পদ ও দায়িত্ব প্রচলিত জেন্ডার ভিত্তিক বণ্টন সঠিকভাবে নিরূপন করে, জেন্ডার সম্পর্কে মানসিক পরিবর্তন নাও হতে পারে। এই ধরণের নীতিমালা পুরুষের পক্ষপাতিত্বমূলক পরিবেশ সংশোধন অবদান রাখে। নারী ও পুরুষের উভয়ের বাস্তবভিত্তিক চাহিদা এবং সুবিধাগুলোকে সামাজিকভাবে তাদের অবস্থানের পরিবর্তন না ঘটিয়ে জেন্ডার বিষয়ক মানসিক পরিবর্তন করা যায়।

জেন্ডার নির্দিষ্ট (Gender Specific): নারী অথবা পুরুষের বাস্তব চাহিদা মেটানোর জন্য জেন্ডার পার্থক্যর জ্ঞানসমূহকে কাজে লাগানো।

জেন্ডার পূণবন্টন (Gender Redistribute): প্রচলিত বৈষম্য বিলোপ করার জন্য নারী, পুরুষ বা উভয়কে উদ্দেশ্য করে সম্পদ ও দায়িত্বের পূণবণ্টন করে এবং প্রচলিত জেন্ডার ভূমিকা সম্পর্কে এবং বিদ্যমান অবস্থানের পরিচায়ক পরিবর্তন করা যায়।

নারী বা পুরুষ হওয়ার কারণে বাঁধাস্বরূপ প্রতিকুল পরিস্থিতি (Gender Disadvantage)

এখানে নারীর প্রতি অতীত ও বর্তমান বৈষম্যের সমষ্টিগত প্রভাব এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্য সূচকসমূহে নারী পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যকে বোঝানো হয়েছে। সুযোগ এবং সম্পদের অধিকারের ক্ষেত্রে নারী হলে একরকম এবং পুরুষ হলে অন্যরকম হয়ে যায়। নারী বা পুরুষ হওয়ার কারণে পিছিয়েপড়া শ্রেণী বা আর্থ-সামাজিক শ্রেনীর আওতায় নারী, পুরুষের মতই অসুবিধায় ভোগে। এই অসুবিধাগুলো নারীর জন্য আরও প্রবল হয় সম্পদ বরাদ্দ এবং দায়িত্বের ক্ষেত্রে। জেন্ডার বিশেষ লোকসান বা ক্ষতি বলতে বোঝায় কিছু গোষ্ঠীর নিজস্ব আদর্শ, কুসংস্কার, গোড়ামী এবং গদবাঁধা ধারণাকে সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং সার্বজনীনভাবে বিবেচনা করার ক্ষমতাকে। যে সমস্ত বিষয় অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জন্য অপরিহার্য নয় এমন ধরনের অসুবিধাসমূহ তাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়।

মাছুমা খাতুন সভানেত্রী জাগীতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।	আক্তারী খাতুন সম্পাদিকা জাগীতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।	তুলসী রানী মন্ডল কোষাধ্যক্ষ জাগীতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

CamScanner

জেন্ডার ন্যায়পরায়নতা (Gender Equity)

জেন্ডার সমতা বলতে বোঝায় নারী-পুরুষের অধিকার, দায়িত্ব ও সুযোগের ক্ষেত্রে সমতায়ন। এর অর্থ অভিন্নতা, অন্য কথায় বলা যায় একই রকম অধিকার, দায়িত্ব এবং সুযোগ নয় অথবা এগুলোর ক্ষেত্রে একই সংখ্যা অথবা শতাংশ বোঝায় না। সমতার ক্ষেত্রে পরিগণিত ও গুণগত উভয় বিষয়ই বিবেচনা করা হয়। পরিমাণগত ও গুণগত বিষয় বলতে বোঝায়বণ্টন ব্যবস্থাকে, আর গুনগত বিষয় বলতে বোঝানো হয় মূল্যায়ন বিষয়কে।

নারীকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা (Mainstreaming)

মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার অর্থ হলো নারীকে মূল স্রোতের সঙ্গে কার্যকরভাবে ও সকল ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত ও সমন্বিত করা। জেন্ডার সমতা এবং উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা বলতে বোঝায় সকল উন্নয়ন নীতিমালা, কৌশল এবং কর্মকান্ডে নারী পুরুষের সমতার বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা। কেবল নারীদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত নয় বরং আরো গুরুত্বূর্ণভাবে সমস্যা বিশ্লেষণ, নীতি নির্ধারণ, কার্যকরভাবে স্বীকৃতি দেওয়া, বিবেচনা করা এবং সমন্বয় করা। এটা নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা।

বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা (Practical Gender need)

বাস্তবমুখী জেন্ডার বলতে বোঝায় প্রাত্যহিক জীবনের সে সকল চাহিদা যার ম্যাধমে কোন নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক সময়ে নারী পুরুষ সামাজিকভাবে জেন্ডার সমতায়নভিত্তিক মানসিকতা নিয়ে গড়ে ওঠা এবং তাদের প্রচলিত ভূমিকা এবং দায়িত্ব পালন করা।

কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা (Strategic Gender need)

কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা সৃষ্টির পেছনের কারণ হলো নারী ও পুরুষের চাহিদাগুলো জেন্ডার সমতাভিত্তিক করা, কোন নির্দিষ্ট সংস্কৃতির বিদ্যমান সম্পদ, অধিকার এবং দায়িত্বের ক্ষেত্রে বিদ্যমান কাঠামোগত অসমতার ফলে নারী পুরুষের মধ্যে প্রচলিত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। প্রচলিত জেন্ডার সম্পর্ক রক্ষা বা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা রয়েছে।

মাহফুজা খাতুন
সভানেত্রী
জীবিতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

[illegible]
সম্পাদিকা
জীবিতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

তুলসী রানী মন্ডল
কোষাধ্যক্ষ
জীবিতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

CamScanner

পরিবর্তনের সম্ভবনা (Transformation Potential)

পরিবর্তন সম্ভবনা হলো একটি ধারণগত মানদন্ড যা নারী-পুরুষের নিত্যদিনের বাস্তব চাহিদা এবং সামাজিক পরিবর্তনের বৃহৎ লক্ষ্যের সার্থে সংযুক্ত করে। বর্তমান জেন্ডার অবস্থার ক্রমোন্নতি যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি জেন্ডার সমতায়ন বিরুদ্ধে কর্মকান্ডও পাশাপাশি বিদ্যমান রয়েছে। তবুও আশান্বিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যেমন আন্তর্জাতিক ও জাতীয়ভাবে জেন্ডার সমতায়নের জন্য বিভিন্ন সংগঠন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে এবং এ বিষয়ক নীতিমালা তৈরি হয়েছে যার কিছু কিছু সরকার কর্তৃক গৃহীতও হয়েছে। তাছাড়া সামাজিক সচেতনতা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদিকগুলো বিবেচনা করলে আমরা আশা করতে পারি আগামীতে এদেশে জেন্ডার বান্ধব সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

সমাপ্ত

মাহমুদা খাতুন
সভানেত্রী
জয়ীতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

অঞ্জলী [illegible]
সম্পাদিকা
জয়ীতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

তুলসী রানী মন্ডল
কোষাধ্যক্ষ
জয়ীতা প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়ন সংস্থা
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।